দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

আল-কুরআন আর্কাইভ-২০১৮

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

অশ্বের প্রতিভা..... ৪

জিহাদের উপর উত্থাপিত বিষয় সমূহের জবাব পর্ব ১..... ৭

একটি আয়াতের সঠিক তাফসির ১০

কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? ধীরে ধীরে? না, তাড়াতাড়ি?..... ১৩

আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার নিকট চাওয়ার মাঝে পার্থক্য.....১৭

হুরের সাথে সাক্ষাৎ! ১৯

কুফরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী উলামাদের অবস্থান ২১

আপনি কি গুনাহগার? হতাশ হবেন না- আপনিও কিতাবের উত্তরাধিকারী সৈনিক ২৬

অশ্বের প্রতিভা

অশ্বারোহী

Senior Member

০২-০৯-২০১৮

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

♦সূরা আদিয়াত অবলম্বনে♦

☞অশ্বের প্রতিভা

☞কসম সেসব অশ্বরাজীর!

যারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে,

শপথ তাদেরও!

যারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে খুরাঘাতে।

☞আর শপথ ঐসব অশ্বরাজীরও!

যারা অভিযান করে প্রভাতে,

আর সেসময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে

শত্রুর চোখে মুখে।

"অতপর"

💕দুশমনের বুহ্য ভেদ করে

ঢুকে পড়ে ভেতরে,

মনিবের সাথে অশ্বও লড়ে যায়

আর জীবন বিলিয়ে দেয় অকাতরে।

👎তুমি দেখেছো কি?

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়

দেহ তার,

তবুও ছেড়ে দেয়না সে

মনিবের ভার!!

☞বন্ধু হে! শোন!!

অশ্বের ঘোষণা হলো এই-

অশ্বারোহী হবে যেই,

প্রাণ দিয়ে দেবো আমি নিঃসংকোচে

তাঁর এক নির্দেশেই!

🏃কিন্তু হে মানব!

তুমি কেন এত অকৃতজ্ঞ

তোমার প্রতিপালকের?

তোয়াক্কা কেনো করোনা তুমি

আল্লাহর আদেশের?

⚡অথচ,তুমি অবগত আছো

সব নেয়ামতের কথা তাঁরি

তবে কেনো তুমি সম্পদ লাভে

করছো বাড়াবাড়ি?

☞জাননা কি তুমি উত্থিত হবে

কবর হতে একদিন?!

অন্তরে যা ছিলো প্রকাশ পাবে তাও

গোপন রবেনা এক তিল!

☞বন্ধু হে!

সেদিন কি হবে তোমার

ভেবো তুমি একবার,

শুরু-শেষ তোমার লিপিবদ্ধআছে

ইলমে বিধাতার।

❀প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! আমি লিখেছি অশ্বের কথা। কারণ, আমার প্রতিপালক অশ্বের গুণগান গেয়েছেন তাঁর পবিত্র কালাম দ্বারা। এ-অশ্ব আমায় স্মরণ করিয়ে দেয় বদর, উহুদ, খন্দক আর তাবুকের কথা। এ-অশ্বের স্মরণ আমায় শুনিয়ে দেয় হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ রাঃ এর কোষমুক্ত তরবারির ঝংকার। আর উজ্জীবিত করে তুলে আমার মৃতপ্রায় চেতনাকে। খোদার কিতাবে অশ্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন, আমায় প্রভুর গভীর প্রেমে নিমগ্ন হতে উৎসাহিত করে। মনিবের আদেশে গোলামের জীবন দানের কথাও বলে দেয় অশ্ব আমাকে। হে অশ্ব! তোমার প্রতি আমার এতটুকু ভালবাসা, তুমি আল্লাহর রাহে মুজাহিদের সংগী হও শুধু একারণে!!

{ ♦ অশ্বারোহী ♦}

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৮৯৭

জিহাদের উপর উত্থাপিত বিষয় সমূহের

জবাব পর্ব ১

مسعب ابن عمير

Junior Member

০২-২৫-২০১৮

দাবি

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার নাম অথবা প্রত্যেক ঐ আমল যা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ কারি হয় এবং এর দ্বারা জিহাদের ই সমর্থন পাওয়া যায়।চাই তা মুখদ্বারা হোক কিংবা কলম বা অর্থ দ্বরা। সুতরাং কেউ যদি কলম দিয়ে লেখা লেখী করে এই উদ্দেশ্যে যে, এরদ্বারা হক বাতিলের লড়াইয়ের চিত্র অংকন করবে, যুদ্ধের ময়দানের জন্যে মুজাহিদ তৈরি হবে, মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদান করা হবে আর কাফিরদের সাহস দমিয়ে দেওয়া হবে, গাজী এবং শহীদের অবস্থা সকধারন মুসলমান পর্যন্ত পৌঁছানো হবে। তাহলে এই কলমের চেষ্টা প্রচেষ্টা ও নিঃসন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর সংজ্ঞাভুক্ত হবে। তদ্রুপ মুখের ভাষা যদি এজন্যে প্রয়োগ করা হয় যে, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ এর অন্তরে আবেগ ও জযবার ঝর সৃষ্টি করে যুবক শ্রেণীকে ময়দানে জিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। পদ্য ও গদ্য, কাব্য ও কবিতা, ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তকে উষ্ণ করা হবে তাহলে এটা ও নিঃসন্দেহে জিহাদ এরই একটি শাখা। তদ্রুপ যদি অর্থের মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা হয়, মুজাহিদের জন্যে অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়, গাজী ও শহীদদের পরিবার পরিজননের দেখা শোনা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটাও জিহাদ বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে শের্ত হলো, এ সব কিছু আমীরের অনুসরণেই হতে হবে। রূপক অর্থে এগুলোকে যদিও জিহাদ বলা যেতে পারে ; কিন্তু এগুলোকে প্রকৃত জিহাদ গণ্য করা যাবে না। আর যদি কলম দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে লিখে যাওয়া হয় এবং মুখের ভাষা উম্মতের রাহনুমায়ীর জন্যে ব্যবহার করে যাওয়া হয় অথবা মাদরসার ভবন নির্মাণ ও উন্নতির জন্যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহলে এটাকে একটি নেককাজ তো বলা যাবে। আর নিঃসন্দেহে এটা নেক কাজই। কিন্তু তাই বলে এটাকে কস্মিন কালেও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ' বলা যাবে না। হায় আল্লাহ !! আমাদের কে সহীহ বুঝ দান করুন।

দলিল ১

)لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

[Surat An-Nisa' 95]

অর্থঃ গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দু'ধরনের লোকের আলোচনা করেছেন। এক " **قاعدون** " ঘরে বসে থাকা লোক। দুই "**مجاهدون** " জিহাদ কারি লোক। আর এখানে **مجاهدون** কে **قاعدون** এর মোকাবেলায় উল্লেখ করাটা একথার দলীল যে, জিহাদ অর্থ শুধুমাত্র যুদ্ধ করা। কেননা, **قاعدون** এর মধ্যে রয়েছে ঐ সকল লোক যারা দ্বীনের কোন না কোন কাজ করে ; কিন্তু জিহাদ করে না। চাই সে তাদরীসের কাজ করুক বা তাসনীফের কাজ করুক খানক্বায় আত্মশুদ্ধির কাজ করুক কিংবা নামজ,রোযার দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরে বেরাক। এজন্যে আমি এসকল হযরত দের কাছে দরখাস্ত করব যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন, আর মা-শা-আল্লাহ! আপনারা অত্যন্ত পূন্যময় কাজে লিপ্ত আছেন। কিন্তু তারা দাওয়াতী কাজকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বরং এর চেয়ে বড় মর্যাদা দিয়ে থাকেন আর দ্বীনের অন্য কোন কাজ সম্পাদনকারীকে এমনকি মুজাহিদদের কেও আসল দ্বীনের জন্যে মেহনতকারী মনে করেন না। আল্লাহ আমাদের কে শুভবুদ্ধি দান করুন।

প্রিয় ভাই! যদি জিহাদের অর্থ কিতাল তথা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন কিছু হতো তাহলে বশির বিন খাসাসিয়া রা. বাইয়াত নিয়ে এসে রাসূল সা. কে বল্লেন আমি কাপুরুষ। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার আসংকা তিনি কেন পেশ করলেন? নাউজুবিল্লাহ! সাহাবী যদি জিহাদের অর্থ না -ই বুঝে থাকেন তাহলে রাসুল সা. অবশ্যই বলে দিতেন যে, জিহাদ অর্থ শুধু যুদ্ধ করা নয়! তুমি দ্বীনের অন্য কোন কাজ কর যাতে কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে এ সবগুলোই জিহাদ। মুহতারাম ভা রাসুল সা.

এবং বশির রা. এর এই আমল এ কথার সাক্ষী যে, জিহাদ অর্থ শুধু কিতাল ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯০৭২

একটি আয়াতের সঠিক তাফসির

[Diner pothe]

Senior Member

০১-০৩-২০১৮

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। আয়াতের অর্থ স্পষ্ট। এতে আল্লাহর রাহে খরচ করতে এবং স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে ইমাম জাসসাস রহ. আহকামুল কোরআনে বলেন,

وقَوْله تَعَالَى [وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ قِيلَ فِيهِ وُجُوهٌ أَحَدُهَا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْنَا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرحمن بن الوليد والروم ملصوق ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَقَالَ النَّاسُ مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ دِينَهُ الْإِسْلَامَ قُلْنَا هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا فَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَأَخْبَرَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ تَرْكُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ نَزَلَتْ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَرُوِيَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ الْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الْيَأْسُ مِنْ الْمَغْفِرَةِ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي ... وَلَيْسَ

يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ هَذِهِ الْمَعَانِي مُرَادَةً بِالْآيَةِ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا وَجَوَازُ اجْتِمَاعِهَا مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ وَلَا تَنَافٍ

."হযরত আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা কুস্তুতুনতুনিয়ায় (বর্তমানে ইস্তাম্বুল) যুদ্ধের জন্য গেলাম। আমাদের আমির ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনুল ওয়ালিদ রা. । (আমাদের দেখে) রোমান সৈন্যরা শহরের প্রাচিরের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে যুদ্ধ করতে থাকলো। এমতাবস্থায় এক মুসলিম একাই তাদের উপড় আক্রমন করলো। এটা দেখে অন্যান্য মুসলিমগণ বললেন, থামো থামো (কি করছো?) হায়! লোকটি স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। মুসলিমদের এ মন্তব্য শুনে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. বললেন, এ আয়াত আমাদের অর্থাৎ মদিনার আনসারদের বিষয়ে নাযিল হয়েছে। (তাই আমরা এর ব্যাখ্যা ভালোভাবেই জানি) তাহলো, আমরাতো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে অনেক সাহায্য করেছি, তবে যখন আল্লাহ তায়ালা তার রাসুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহায্য করলেন এবং তার ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন আমরা (আনসাররা) পরস্পর আলোচনা করতে লাগলাম, (এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন?) আমরা এখন আপনগৃহে অবস্থান করে ধন-সম্পদের দেখা-শোনা করবো। এপ্রসঙ্গেই আয়াতটি নাযিল হলো। সুতরাং "স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" হলো, জিহাদ ছেড়ে দিয়ে আপনগৃহে অবস্থান করে ধন-সম্পদের দেখা-শোনা করা। বর্ণনাকারী হযরত আবু ইমরান বলেন, এইজন্য আবু আইউব রা. সারাটি জিবন যুদ্ধ করেছেন অবশেষে কুস্তুন্তুনিয়ার যুদ্ধে তিনি শহিদ হন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. এটা বুঝালেন, "স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" হলো, জিহাদ ছেড়ে দেয়া এবং আয়াতটি প্রসঙ্গই নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা., হুযাইফা রা., কাতাদা রহ. এবং মুজাহিদ ও দাহহাক রহ. প্রমুখ মুফাসসিরগণের কাছ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. ও হযরত উবাইদা সালমানী বলেন, "স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" হলো, গোনাহের কারণে আল্লাহর মাগফিরাত থেকে নিরাশ হওয়া"।

ইমাম জাসসাস বলেন, উপরোক্ত সমস্ত নির্দেশই আয়াতে উদ্দেশ্য হতে পারে। (আহকামুল কোরআন খন্ড: ১ পৃষ্ঠা: ৩১৮)

দেখুন ভাইয়েরা, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে জিহাদকে চলমান রাখার জন্য। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে এ আয়াত দিয়েই জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল দেওয়া হচ্ছে। আফসোস! শত আফসোস!!!!!!!!

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৬১৯

কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? ধীরে ধীরে? না, তাড়াতাড়ি?

[abudujanah](#)

Senior Member

০৯-০৯-২০১৮

কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম ? ধীরে ধীরে অল্প তেলাওয়াত করা ? না, তাড়াতাড়ি বেশি তেলাওয়াত করা ?

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে বলেন, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দু' ধরনের অভিমত রয়েছে। একটি হল, তারতিল ও তাদাব্বুর অর্থাৎ ধীরে ধীরে, চিন্তাভাবনা সহকারে অল্প তেলাওয়াত করা, দ্রুততার সাথে বেশি তেলাওয়াত করা অপেক্ষা উত্তম।

কারণ,*কোরআনের বিষয়বস্তু বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এরপর সে অনুযায়ী আমল করাই হল মূল উদ্দেশ্য। কোরআনের তেলাওয়াত ও তার শব্দ মুখস্থ করা মূল উদ্দেশ্যের জন্য সহায়ক মাত্র।

*পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে একজনের মন্তব্য,

نزل القرآن لِيعمَل به، فاتخذوا تلاوته عملاً

কোরআন নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। কিন্তু মানুষ শুধু এর তেলাওয়াতকে আমল বানিয়ে নিয়েছে।

এ কারণেই 'আহলে কোরআন-কোরআনের বাহক' তাঁরাই যারা কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যদিও তারা পুরো কোরআন মুখস্থ করেনি। পক্ষান্তরে যারা পুরো কোরআন মুখস্থ করল কিন্তু বুঝল না এবং সে অনুযায়ী আমল করল না তারা কোনভাবেই 'আহলে কুরআন বা কোরআনের বাহক' নয়। যদিও তারা কোরআনের হরফগুলোকে তীরের মতো সোজা করে।

দ্বিতীয় কারণ হল, সমস্ত আমলের মধ্যে ঈমানই হল সর্বোত্তম আমল। কোরআনের বিষয়বস্তু বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (তাই বুঝে বুঝে চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করাই হবে উত্তম আমল)

কেননা, বিষয়বস্তু বুঝা এবং চিন্তা ভাবনা ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত তো ভাল-মন্দ, মুমিন-মুনাফিক সবাই করে।

যেমন হাদীসে এসেছে, যে মুনাফিক কোরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত ওই ফুলের মত যার ঘ্রাণ সুন্দর কিন্তু স্বাদ তিতা।

এ ব্যাপারে মানুষ মোট চার ধরনের। এক- যার মাঝে ঈমান আছে এবং কোরআনের তেলাওয়াতও আছে। দুই- যার মাঝে ঈমান আছে। কিন্তু কোরআনের তেলাওয়াত নেই। তিন- যার মাঝে কোরআনের তেলাওয়াত আছে কিন্তু ঈমান নেই। চার- যার মাঝে ঈমানও নেই। কোরআনের তেলাওয়াতও নেই।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন,

فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضلُ ممن أوتي قرآناً بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبراً، وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر

.যার মাঝে ঈমান আছে কোরআনের তেলাওয়াত নেই সে যেমন ওই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যার মাঝে কোরআনের তেলাওয়াত আছে কিন্তু ঈমান নেই তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি বুঝে বুঝে, চিন্তাভাবনার সাথে তেলাওয়াত করে সে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে চিন্তা ভাবনা ছাড়া দ্রুততার সাথে বেশি পরিমাণে তেলাওয়াত করে।*

তাছাড়া ধীরে ধীরে চিন্তা ভাবনা সহকারে* তেলাওয়াত করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের সুন্নত। হাদিসে এসেছে, তিনি খুব ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। ফলে একটি সূরা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে যেত। কখনো তিনি একটি মাত্র আয়াত সারারাত তেলাওয়াত করতে থাকতেন।

দ্বিতীয় মতটি হল, তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে তেলাওয়াত করা ধীরে ধীরে অল্প তেলাওয়াত করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, (এর মাধ্যমে* সওয়াবের পরিমাণ অনেক বেশি হয়) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.*থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

***مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْف، وَلَكِنْ أَلِف حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ**

যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ তেলাওয়াত করবে সে এর বিনিময়ে একটি নেকি পাবে এবং একটি নেকি দশটি নেকীর সমান। আমি এ কথা বলি না যে, **الم**

- 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ। (জামে তিরমিযী)

দ্বিতীয় কারণ হল, হাদিসে এসেছে, হযরত উসমান রাযি. (কোন কোন রাতে) এক রাকাতে পুরো কোরআন তেলাওয়াত করে ফেলতেন। পূর্ববর্তী অনেক বুজুর্গদের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

দু'টি মতের মধ্যে সমাধান হল, ধীরে ধীরে, চিন্তাভাবনা সহকারে তেলাওয়াতের সওয়াব মানের দিক দিয়ে ঊর্ধ্বে। পক্ষান্তরে তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে তেলাওয়াতের সওয়াব সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি। এর দৃষ্টান্ত হল, যেমন- একজন অনেক দিরহাম সদকা করল। আরেকজন অনেক মূল্যবান একটি মাত্র মুক্তা সদকা করল।
সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, হযরত কাতাদা রাযি. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে হযরত আনাস রাযি. বলেন, তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। (সহি বুখারি)

হযরত আবু জামরা রহ. বলেন, আমি একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. কে বললাম, আমি খুব দ্রুত তেলাওয়াত করতে পারি। কখনো এক রাতে একবার কিংবা দু'বার পুরো কোরআন তেলাওয়াত করে ফেলি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এভাবে তেলাওয়াত করা অপেক্ষা আমার কাছে ধীরে ধীরে একটি মাত্র সূরা তেলাওয়াত করা অধিক উত্তম। তুমি যদি করতে চাও তাহলে এমন ভাবে তেলাওয়াত কর যেন তোমার তেলাওয়াত তুমি শুনতে পাও এবং অন্তর দিয়ে তার মর্মও উপলব্ধি করতে পারো।

হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, একবার* হযরত আলকামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.র সামনে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুব সুন্দর। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বললেন,

رتل - فداك أبي وأمي - فإنه زين القرآن

ধীরে ধীরে পড় -আমার মা বাবা তোমার জন্য কোরবান হোক- এটাই কোরআনের সৌন্দর্য।

*হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলতেন,

لا تهذُّوا القرآن هذَّ الشعر ، ولا تنثروه نثر الدقل ، وقفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة

তোমরা কোরআনকে কবিতা পড়ার ন্যায় দ্রুত পড়ো না এবং পুরাতন খেজুরের ন্যায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিও না। কোরআনে আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয়গুলো এলে থামো। অন্তরে নাড়া দাও। তেলাওয়াতের সময় সূরার শেষ পর্যন্ত পৌঁছাটাই যেন তোমাদের মূল লক্ষ্য না হয়।

*তিনি এও বলতেন,

إذا سمعت الله يقول : يأيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك ، فإنه خير تؤمر به ، أو شر تصرف عنه

(কোরআনে) যখন শোনো, আল্লাহ বলছেন, **يا أيها الذين آمنوا** - হে ঈমানদার গণ!* তখন (পরবর্তী কথা শোনার জন্য) মনোযোগী হও, কারণ, এরপর হয়তো কোন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া হবে কিংবা কোন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হবে।

- যাদুল মা'আদ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৬৪৫

আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার নিকট চাওয়ার মাঝে পার্থক্য.....

tawsif ahmad

Senior Member

০৯-১৭-২০১৮

... আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার নিকট চাওয়ার মাঝে পার্থক্য.....

১ - আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার নাম হলো ঈমান আর বান্দার নিকট চাওয়ার নাম হল সাওয়াল বা বিক্ষা ...

২ - আল্লাহ তায়ালার নিকট চাইলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন আর বান্দার নিকট চাইলে বান্দা নারাজ হয় ...

৩ - আল্লাহ তায়ালার নিকট না চাইলে আল্লাহ তায়ালা নারাজ হন আর বান্দার নিকট না চাইলে বান্দা খুশি হয়...

৪ - আল্লাহ তায়ালার নিকট চাইলে কোন এক সময় ,কোন এক পদ্ধতিতে দিবেনই আর বান্দার নিকট চাইলে তা দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

৫ - আল্লাহ তায়ালা নিকট চাইলে কোন সময়ই , কোন প্রকারের মিথ্যা আশ্রয় নিতে হয়না আর বান্দার নিকত চাইলে কোন কোন সময় মিথ্যা আশ্রয় নিতে হয়।

৬ - আল্লাহ তায়ালা সব সময় বান্দাকে দিতে প্রস্তুত আর বান্দা সব সময় দিতে প্রস্তুত না ...

৭ - আল্লাহ তায়াল বান্দার জন্য সব সময় চাওয়ার ও দেওয়ার দরজা খুলে রাখেন আর বান্দারা চাওয়া ও দেওয়ার জন্য দরজা খুলে রাখে না।

৮ - আল্লাহ তায়ালার নিকট যা চাওয়া হয় তা তো দেনই এমনকি বান্দার চাওয়ার চেয়ে বেশি দেন কিন্ত বান্দার ক্ষেত্রে ভিন্ন ...।

৯ - আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু বান্দাকে দেন নিঃস্বার্থে দেন , এর পিছনে কোন স্বার্থ থাকে না কিন্ত বান্দা যা কিছু দেয় এর পিছনে কোন এক স্বার্থ থাকে .....।।

১০ -আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যা কছু দেন ,তা আর পরিশোধ করতে হয়না কিন্ত বান্দারা যা কিছু দেয় কোন এক সময় পরিশোধ করতে হয় ...।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৭৬৫

হুরের সাথে সাক্ষাৎ!

মো আলি

Senior Member

১২-০১-২০১৮

এবার চলুন জান্নাতী স্ত্রী প্রসঙ্গে আসি।

আপনি যখন জান্নাতে আপনার রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে একটি দৃশ্য আপনার হার্টবিট বাড়িয়ে দিলো, আপনার জান্নাতী স্ত্রী আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, আপনার পা যেন জান্নাতের যমীনে আটকে গেলো। আপনি তার রুপে মুগ্ধ হয়ে থেমে গেলন। সে আপনার জান্নাতের স্ত্রী হউক প্রথিবির স্ত্রী হউক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা আপরুপ সুন্দরী হবেন। আপনি বসে থাকবেন তার রুপে মুগ্ধ হয়ে, এমন রুপ যা পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ''আমি তাদের (হুরদের) বানিয়েছি চমৎকারভাবে বানানোর মতো করেই। আমি তাদের চির কুমারী করে রেখেছি। তারা হবে সম বয়সের প্রেম সোহাগিনী ' '।

(সূরা ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৭)

জান্নাত সম্পর্কে একজন আলেম বলেন, একজন মানুষ তাঁর স্ত্রীর রুপে মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছর তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে।

আর এই সুন্দরীরা এই কারনে সুন্দর নয় যে, পৃথিবীর কিছু মানুষ তাদেরকে কোন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ঘোষনা করেছে, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বলেছেন আর এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,''সেখানে থাকবে সৎস্বভাবের অনিন্দ্য সুন্দরী রমনীগনরা। '' (সূরা আর রহমান, আয়াত ৭০)

সুতরাং তাঁরা শুধু সুন্দরীই নন, বরং সৎ স্বাভাবেরও এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাঁদেরকে সুন্দরী বলেছেন, তখন বুঝতেই পারছেন. তাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকার কোনো নূন্যতম অবকাশও নেই। আর এই সৌন্দর্য আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বোঝানোর জন্য উদাহরণ পেশ করে বলেন,(হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

``জান্নাতের একজন নারী যদি পৃথিবীতে আসতো, তাহলে আসমান - যমিন আলোয় ভরে যেতো। আসমান জমীনের মধ্যবর্তী অংশ সুঘ্রাণে ভরে যেতো আর সেই নারীর মাথার দোপাট্টা এই পৃথিবী আর তাঁর ওপর যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতেও উওম। "-সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬৫৬৮)

দেখুন সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও তা এই পৃথিবীকে আলোকিত করে, কিন্তু আমার যদি এই সৌরজগতের বাইরে যাই তাহলে দেখবো যে সূর্যের আলো সেখান নেই। কিন্তু জান্নাতের একজন নারী তাঁর আলো দিয়ে আসমান - যমীন আলোকিত করে ফেলব, নূর! কল্পনা করুন তাঁর সৌন্দর্য। তাঁর মাথার এক টুকরো কাপড় এই পৃথিবীর সবকিছুর চাইতে উওম। সুবহানআল্লাহ! একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় উপহার হিসেবে পান, সেই কাপড় দেখে সাহাবারা তা বারবার ছুঁয়ে দেখিলেন। তাদের দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে সা'দ বিন মুয়াযের রুমালও এর চাইতে উওম। '

মুল কথা হচ্ছে জান্নাতের সবকিছু, পৃথিবীর সবকিছুই থেকে উওম।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৬৫৬

কুফরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী উলামাদের অবস্থান

[ibn masud]

Junior Member

১২-২০-২০১৮

"নিজের কাছে ক্রমাগত পেশ করা নিজেরই বুঝ- ক্ষমতার চক্র হতে মুক্ত হয়ে কোনদিনও মুক্ত হতে পারবে না মানুষ, তবু প্রকৃত প্রগতিশীলের কাজ ক্ষমতার বৈধতাকে ক্রমাগত আক্রমন করে যাওয়া, কিংবা এখন এসমাজকে নিয়ে আর কিছুই করবার নেই কেবল বিদ্রুপ করা ছাড়া"

উল্লিখিত বিষয়বস্তুটাকে চলমান পৃথিবীর একটি বাস্তবতা হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। যে বাস্তবার প্রভাব আমরা আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে মোড়েই দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি, বাস্তবতা মানেই বিশেষ এক প্রকার প্রতিপাদ্য বা পাটভূমির নাম, যা কোনদিন কিছুতেই পরিবর্তন হয় না। আধাঁর রাত্রির ঝোছনা, নদীর কলতানের ন্যায় যা অবিরত বয়ে যায়। কালের প্রক্কালে অবান্তর বিষয়গুলো বাস্তবতার উপর চেপে বসলেও রাতের আকাশে মিটিমিটি তারকারাজির ন্যায় তা জ্বলতে থাকে। তবুও বাস্তবতার প্রভাব কবু আমাদের জীবন চরিত্র থেকে একমুহুর্তের জন্যেও বিলুপ্ত হয় না।

এপৃথিবীতে চলমান বিচরণক্ষণে আমাদের অনেক পরিচয় ও অভিসম্ভাষণ আমরা খুঁজে পেয়েছি। যেগুলোর মাধ্যমেই আজ আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত। আমাদের অনেকেই আজ শিক্ষিত। তাই শিক্ষার বিভিন্ন সেক্টর ও বিভাগের দিকে সম্মন্ধ করে আজ আমাদের ডাকা হয়। সেই শিক্ষা-সেক্টরের মধ্যে অনেক ভাগ-বিভাজনও রয়েছে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র মৌলিখভাবে জাগতিক শিক্ষা ও পরজাগতিক শিক্ষা বলয়ে বিভক্ত। এখন যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, প্রতিটি শ্রেণীরই বিশেষ যোগ্যতা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। একজন ডাক্তারের কাজ হলো রোগিকে সেবা দেওয়া। একজন ইন্জিনিয়ারের কাজ হলো রাস্তা-ঘাট, দালান-কোটা তৈরি করার প্লান করা। এগুলো সবই জাগতিক শিক্ষার উদাহরণ।

অপরাপর পরজাগতিক শিক্ষাকেত্রেও রয়েছে নানা রকম স্তর ও বিন্যাস। তাঁদের অনেকেই যেহেতু কোরআন নিয়ে গবেষণা করেন তাই আমরা তাঁদেরকে

মুফাসসীর বলি। তাঁদের অনেকেই যেহেতু ফিকহ নিয়ে গবেষণা করেন তাই আমরা তাঁদের মুফতি বলি। আর যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন আমরা তাঁদেরকে মুহাদ্দিস বলে থাকি। আর উল্লিখিত সবকটি হলো আমাদের সামাজিক পরিভাষা। এককথায়, পরজাগতিক শিক্ষাকেত্রের যে বিন্যাস আমরা জেনেছি এগুলো হলো আমাদের সামাজিক পরিভাষাসমূহ। আল্লাহ তা'লার ভাষায় তারা হলেন 'আলিম' বা জ্ঞাণী। উল্লিখিত স্তর ও শ্রেণী বিন্যাসের প্রত্যেকটিই যেহেতু ধর্মীয় বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত তাই তাদের সকলকেই আমরা আলিম বলতে পারি। কিংবা তাদের সকলকেই আমাদের আলিম বলতে হয়। যেহেতু তাদের সকলেই দ্বীন-ধর্মীয় বিষয় নিয়েই গবেষণা করেন।

আর আলিমগণ হলেন ইসলামের বিশেষ একটি শ্রেণী। যারা কোরআনের ভাষায় পরহেজগার ও মুত্তাকি। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরসূরী। দ্বীন ও ইসলামের কান্ডারী, রাহবার। যারা সকল মুসলমানদের অনুসরণ-অনুকরণ, ভালোবাসার পাত্র। যাদের দায়িত্ব মানবজাতিকে আল্লাহর বাণীসমূহ পড়ে পড়ে বুঝানো। আল্লাহর রাহে সকল মানবজাতিকে আহবান করা। সকল মানবজাতির সামনে আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপায়ের কথা তুলে ধরা। একমাত্র আল্লাহর বিধানের ছাঁয়া তলেই জীবন ধারণের কথা সমগ্র মানবজাতির সামনে খুলে বলা। যাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার অন্যতম হলো, এপুরো পৃথিবীকে ইমানের আলোক রশ্মিতে আলোকিত করা। এপৃথিবীর প্রতিটি কাঁচা পাকা আবাস্তল থেকে কুফুরের অন্ধকার দূর করার সর্বাত্রক চেষ্টা অব্যহত রাখা। কুফুরের অন্ধকারে অতিষ্ট মানবজাতিকে টেনে হেঁচড়ে হলেও ইমানের আলোর দিকে নিয়ে আসা। জুলুমের জাতাকলে পিষ্ট মানবজাতির দূরবিষহ জীবনের হাল ধরা। আল্লাহ কর্তৃত মানবতাকে বসবাসের জন্যে দান করা এপৃথিবীতে প্রতিটি অনাত আশ্রয়হীন মানুষের বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান করা। দুঃস্থ সম্ভলহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অন্য বস্ত্র ভিটে মাটিহীন মানুষের জন্যে অন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা করা।

আর এসব দায়িত্বের কোনোটিই কিন্তু উল্লিখি শ্রেণীসমূহের পক্ষ থেকে আলিম সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহ তায়ালাই কোরআনুল কারীমের পাতা পাতায় আলিম সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টি পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন। কোরআনের মর্ম বাণী বুঝতে সক্ষম আলিমদের কাছে এগুলো পরিস্কার বিষয়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং নবী-রাসূলদের অবর্তমানে তাঁদের উত্তরসূরী উলামাদের কাজ কী হবে? তা এখানে পরিস্কার। কোরআনের ভাষায় মুসলিম জাতি যেহেতু সমগ্র মানবজাতির জন্যে কল্যাণকামী। সমগ্র মানবজাতির হিতাকাঙ্খী। সুতরাং এখানেও আলিমদের ভূমিকা, দায়-দায়িত্বের একাধিক দিক

সুস্পষ্ট।

(তাই সম্মানিত মোল্লাজীদেরকে এবিষয়টি জানিয়ে দিব যে, হুজরাখানা আর তেহখানায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমানোর দিন শেষ। এখন থেকে আপনাদের জন্যে উচিত আপনাদের উপর অর্পিত ঐশ্বরিক দায়-দায়িত্বটুক বুঝে নেওয়া। অন্যথায় কাল হাশরের দিন আপনার সকল মানবজাতির সামনে অপমানিত হবেন।)

এখন আমরা একটি বিষয় পরিস্কার বুঝে নিতে চেষ্টা করব। বিষয়টি হলো আল্লাহ তায়ালার "সুন্নাহ" এর বিভিন্ন সমীকরণ। আল্লাহ তা'লার "সুন্নাহ" এর বিভিন্ন স্তর। আমরা জানি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। জাত-পাত নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিজীবের মধ্যে তারাই শেষ্ঠ। মানুষ যে সকল সৃষ্টিজীবের মধ্যে শেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কুরআনই আমাদের মাঝে তা ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনেই মানবজাতির শেষ্ঠত্বের কারণসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সকল মানুষই কী পরকালে নাজাত লাভ করবে? মানবতার শেষ্ঠত্ব দেখিয়ে সব মানুষই কী দুনিয়াতে সমান তালে চলতে পারবে? পারবে না। কারণ আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনুল কারীমে মানুষ ছাড়া আরও যত সব সৃষ্টিজীব রয়েছে সেগুলোর উপর মানবজাতিকে শেষ্ঠত্ব প্রদাণ করে, তাদের পারস্পারিক শেষ্ঠত্বের বিচারে খোদ মানবজাতির মধ্যে আবার ভাগ-বিভাজন সৃষ্টি করেছেন। যে ভাগ ও বিভাজনের মাধ্যমে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী শুধু মুমিনদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার জোয়াল কাফিরদের কাঁধেই জুলিয়ে দিয়েছেন। টেক্স আর খাজনার বোঝা তাদের উপরই আরোপিত হয়েছে। যা তাদের কৃতকর্মেরই পুরুস্কার। খেলাফতকালে যে টেক্স আর খাজনার পরিমাণ ছিল মুসলমানদের খাজাঞ্জিখানার দুই তৃতীয়াংশ। এসব ইতিহাস কি মুছে ফেলা যাবে?

এখানে আমরা কী দেখতে পেলাম? শুধু মানুষত্ত্বের পরিচয় লাভ করার কারণে জাত-পাত নির্বিশেষে সকল মানুষকেই আল্লাহ তায়ালা মানুষ ছাড়া আরো যত সব সৃষ্টিজীব রয়েছে তাদের উপর শেষ্ঠত্ব দিলেন। অতপর মানুষের পারস্পারিক শেষ্ঠত্বের বিচারে শুধু মুমিন আর মুসলামনদেরকেই শেষ্ঠত্ব আর সম্মানের অধিকারী করলেন। এটি হলো আল্লাহ তায়ালার "সুন্নাহ" এর বিভিন্ন সমীকরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোরআনে এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক রয়েছে।

আসমানী জীবন বিধান দিয়ে আল্লাহ তা'লা অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে নবী-রাসূলদের আনিত দ্বীন ও শরীয়তের যথাযথ তদারকি করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অনুসারীদের মধ্য হতে বিশেষ একটি শ্রেণী তৈরি করেছেন। যারা যুগে যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও তাঁদের কাজ অভিন্ন ছিল। তাঁদের কাজ ছিলো নবী-রাসূলদের অবর্তমানে তাঁদের আনীত দ্বীন ও শরীয়তকে সার্বিকভাবে সংরক্ষণ করা। মানুষের মনগড়া ব্যাখা ও রদবদল হতে

হেফাজত করা। মানুষের স্বাভাবিক ভাষা ও রুচিবোধর প্রতি লক্ষ করে হযরত মূসা আ: এর যুগে এ শ্রেণীটি মানুষের মাঝে 'নাকিব' নামে পরিচিত ছিলো। হযরত ইসা আ: এর যুগে তাঁদেরকে আহবার নামে ডাকা হত। আর আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সা: এর উম্মতের মাঝে নবী-রাসূলদের উত্তরসূরী এ শ্রেণীকে আলিম বলা হয়।

আল্লাহর প্রেরীত প্রত্যেক নবী-রাসূল যেমন আল্লাহর কাছে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। ঠিক তদ্রুপ নবী-রাসূলদের সুযোগ্য উত্তরসূরী আলিমগণও আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হোক তাঁরা মূসা নবীর দ্বীন ও শরীয়তের আলিম 'নাকিবগণ' ইসা নবীর দ্বীন ও শরীয়তের আলিম 'আহবারগণ' কিংবা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীন ও শরীয়তের উত্তরসূরী সুযোগ্য আলিমগণ। তাঁদের সকলের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে একই মাপকাঠির মাধ্যমে পরিমাপ যোগ্য। প্রত্যেক নবী-রাসূল এর উম্মতের মধ্যে তাঁদের এই সম্মানি পদবি শুধু তাদের দায়-দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের জন্যেই। তাঁদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত জিম্মাদারী আদায়ের নিমিত্তেই। কিন্তু, পার্থিব স্বার্থের পেছনে পড়ে যখনি তাঁরা আল্লাহর অর্পিত দায়-দায়িত্ব, আর কর্তব্যবোধের কথা ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহর প্রদত্ত 'নাকিব' 'আহবার' 'রুহবান' 'রাব্বানী' প্রভৃতি পরিচয় পত্রসমূহ ছিড়ে ফেলেছেন। ইমান আর কুফুরের মাঝে অন্তরায় পর্দাকে ছিড়ে-ফেরে সমকালীন শক্তি, প্রতিষ্ঠীত সরকার ব্যবস্থা আর সামরিক প্রভুদের সাথে আতাত করতে শুরু করেছেন। প্রতিষ্ঠীত শক্তির অনুকুল্লতা অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর বর্ণিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছেনে। তখনি আল্লাহ তা'লা সে সকল নাকিব, আহবার, রুহবান, আর রাব্বানীদের আসল হালত মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের স্বার্থান্বেষী মন-মানষিকতার দিক মানুষকে বলে দিয়েছেন। ওহী প্রেরণের মাধ্যমে তাঁদের কৃতকর্মের নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁদেরকে তিরস্কার করেছেন। তাঁদেরকে ধিক্কার জানিয়েছেন। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাঁদের ক্ষেত্রে বিদ্রুপের পথ বেঁচে নিয়েছেন। আগত উম্মার নিন্দা আর ধিক্কার জ্ঞাপনয়ার্থে এ সবকিছু মহাগ্রন্থ আল কোরআনে তুলে দিয়েছেন। যা কিয়ামত তক মানুষ পড়বে আর তাঁদেরকে ধিক্কার জানাবে।

আমাদের দেশে আগামী ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যা মূলত কুফুরের জাকজমক আর আড়ম্ভড়তার এক দৃশ্য। গনতন্ত্র নামক বেশশা ব্যবস্থার এক ভরা যৌবন। শ্রাবণ-বর্ষায় প্লাবিত কুফুর আর নিফাকের থইথই ভরা জোয়ার। যে নির্বাচন কুফুর ও কুফুরি মতবাদের প্রতি লালন করা প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার বহির প্রকাশের এক অশুভ কাল। সুতরাং মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মার প্রতিটি নওযোয়ান ভাইদের প্রতি এক

*উদাত্ত আহবান, কোনো ভাবেই আপনারা এই কুফুরি সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিবেন না। বরং নিজ নিরাপত্তার দিক মাথায় রেখে এ নির্বাচনকে বানচাল করার সবকিছু করবেন। আর উলামায়ে কেরামদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা কোনো ভাবেই এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তারপরও যে সকল উলামায়ে কেরামগণ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতা নিয়ে অংশ গ্রহণ করছেন। কিংবা যে সকল উলামায়ে কেরামগণ আল্লাহদ্রোহী সেকুলার কোনো দল বা পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্যে মনস্থির করছেন। কিংবা তাদেরকে যে কোনো ভাবে সাহায্য সহযোগিতা বা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আপনাদের *কৃতকর্মের নিন্দা জানাচ্ছি। আপনাদেরকে তিরস্কার করছি। আপনাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি। আপনারা তওবা করুন। খিলাফত প্রতিষ্ঠার নির্বেজাল প্রদ্ধতি জিহাদকে আঁকড়ে ধরুন। কুফুরের বাধ ভাঙ্গা এ প্লাবনে ভেসে যাওয়া হতে নিজে বাঁচুন! উম্মাহকে বাঁচান।*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৩৩

আপনি কি গুনাহগার? হতাশ হবেন না-

আপনিও কিতাবের উত্তরাধিকারী সৈনিক

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১২-২১-২০১৮

শায়খ **আবু উমার আসসাইফ রহ.** এর **'আসসিয়াসাতুশ শরঈয়্যাহ্'** কিতাবে কথাটা দেখেছিলাম। তখনই মনে করেছিলাম, একটা পোস্ট দিয়ে দিই। অনেকের উপকারে আসবে। কিন্তু কিভাবে জানি ভুলে গেলাম। আজ অনেক দিন পর আবার মনে পড়লো। মনে করলাম, আজ আর না লিখে থামছি না। নয়তো আবার ভুলে যাব।

শায়খ রহ. ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা আলোচনা করছিলেন। তখন কথাটা বলেছিলেন। শায়খের কথাটার ভিত্তি সূরা ফাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণীর উপর-

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

"অতঃপর আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগ্রামী। এটি-ই হচ্ছে বিরাট মর্যাদা।"- ফাতির ৩১

আগে পরের আরো দু'টি আয়াতসহ হলে বুঝতে সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ(33)

"(৩১). আমি আপনার নিকট অহি মারফত যে কিতাব পাঠিয়েছি, তা-ই সত্য। যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, (তাদের সব কিছুর) দ্রষ্টা।

(৩২). অতঃপর আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগামী। এটি-ই হচ্ছে বিরাট মর্যাদা।

(৩৩). তাদের জন্য আছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাতসমূহ। যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের পরানো হবে সোনার বালা ও মুক্তা। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।"- ফাতির ৩১-৩৩

৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি তার আখিরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন, তা হক ও সত্য।

৩২ নং আয়াতে জানিয়েছেন, তিনি তার নির্বাচিত নবীর উপর যে নির্বাচিত কিতাব নাযিল করেছেন, সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন নির্বাচিত এই আখিরী উম্মাহকে।

৩৩ নং আয়াতে জানিয়েছেন, আখিরী নবীর উপর অবতীর্ণ আখিরী কিতাব যে আখিরী উম্মাহকে দেয়া হয়েছে, তারা জান্নাতবাসী হবে।

এ আয়াতগুলো এ উম্মাহর জন্য বড়ই খুশির সুসংবাদ বহন করছে। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, এ আখেরী উম্মাহ আল্লাহ তাআলার স্বয়ং নিজের পছন্দকৃত ও বাছাইকৃত উম্মাহ। তিনি তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ট কিতাবের উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচন করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত তাদের জীবনবিধানরূপে পছন্দ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসেবে তাদের বাছাই করেছেন। শেষে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন, এ নির্বাচিত উম্মাহ হবে জান্নাতী । তারা আগেকার উম্মতসমূহের মতো নয়। তারা ইয়াহুদ নাসারার মতো নয়, যারা আল্লাহর কিতাব বিকৃত করেছে। আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। নিজেদের বানানো কথাকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে। এ উম্মাহ আল্লাহর কিতাবের যথাযথ হেফাজত করবে। আগেকার উম্মতগুলোর মতো আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করবে না। পরিবর্তন করবে না। পরিবর্ধন করবে না। নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দেবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ উম্মাহকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই! আয়াতগুলোর দিকে আবার তাকান। দেখুন আপনার রব কি বলছেন, **'আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি।'**

দেখুন আপনার রব কি বলছেন-

ক. সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্য হতে, সকল উম্মতের মধ্য হতে আপনার রব আপনাকে নির্বাচন করেছেন। পছন্দ করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি আপনাকে অন্য কোন উম্মতের মধ্যে পাঠাতে পারতেন। আপনাকে দ্বীন বিকৃতকারী ইয়াহুদ নাসারা বানাতে পারতেন। কিন্তু না! তিনি আপনাকে নির্বাচন করেছেন।

খ. দ্বিতীয়ত আপনাকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। এ কিতাব দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। এ কিতাব সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারের, এক হাতে তরবারি আরেক হাতে কিতাব নিয়ে এ কুরআনের দাওয়াত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে নির্বাচন করেছেন।

আপনি ভাবছেন, আমি তো জালেম। আমি তো গুনাহগার। আমি কি এর উপযুক্ত? আমি কি পারবো এ মহাসম্মানিত কিতাবের কোন খিদমাত করতে? এমনই কি ভাবছেন? তাহলে দেখুন আপনার রব কি বলছেন,

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগামী।'

যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার এ কিতাবের সংরক্ষণের জন্য, এ কিতাবের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন-

১. নিজের প্রতি জুলুমকারী। গুনাহগার। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, উদ্দেশ্য- যাদের নেক কাজের তুলনায় গুনাহের পরিমাণ বেশি।

২. যারা মধ্যপন্থী। যাদের গুনাহ আর নেক কাজের পরিমাণ সমান। কিংবা যারা গুনাহ করেছে আবার তাওবা করে নিয়েছে।

৩. যারা আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা। যারা আল্লাহ তাআলার সকল নিষেধ বর্জন করে চলে। সকল আদেশ পালন করে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সব ধরণের নেক কাজে অগ্রগামী থাকে।

প্রিয় ভাই! দেখুন- এরা সবাই আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষক। এ মহা দায়িত্ব তাদের সকলের। এ মহা সম্মান তাদের সবার। হতে পারে সে ব্যক্তিগতভাবে গুনাহগার। নিজের উপর জুলুমকারী। কিন্তু সেও আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষক। হতে পারে সে

মদখোর। কিন্তু তার হাতেও তরবারি। যে তরবারি দিয়ে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে পাঠিয়েছেন। দ্বীনের নুসরতের জন্য। কিতাবের সংরক্ষণের জন্য। সে তরবারি তার হাতে। সে তরবারি দিয়ে সে কিতাবের দুশমনদের গর্দানে আঘাত করে। দ্বিখণ্ডিত করে। দ্বীন মানতে অস্বীকারকারীদের জাহান্নামে পাঠায়।

এ জন্য মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকীদা- জালেম হোক, ফাসেক হোক; কাফের মুরতাদের বিরুদ্ধে সকলে এক। এক দেহের ন্যায়। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। কেউ বাদ যাবে না। সকলের হাতে থাকবে তরবারি। সকলকে নিয়েই হবে লড়াই। কাফেরদের বিরুদ্ধে। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে। কিতাব অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে। কিতাব অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে। হতে পারে সে জালেম। হতে পারে গনিমত লোভী। হতে পারে পদলোভী। কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম। কিতাবের ভালবাসা। দ্বীনের মহব্বত। চোখে স্বপ্ন। দ্বীনের পতাকা উড্ডীনের স্বপ্ন। বিশ্বময়। সারা বিশ্বময়।

প্রিয় ভাই! আপনি গুনাহগার? হতাশ হবেন না। আপনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা। এ দ্বীনের জন্য। এ কিতাবের জন্য। আপনার জন্য রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা। আপনার রবের পক্ষ থেকে। দেখুন আপনার রবের বাণী-

‘তাদের জন্য আছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাতসমূহ। যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের পরানো হবে সোনার বালা ও মুক্তা। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।’

আপনার রবের এ ওয়াদা এ উম্মাহর সকলের জন্য। শুধু বিশিষ্টদের জন্য নয়। শুধু নেককারদের জন্য নয়। জালেমদের জন্যও। গুনাহগারদের জন্যও। কিতাবের সংরক্ষক সকলের জন্য।

ইমাম বাকের রহ. বলেন,

وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء. اهـ

“(নিজের উপর) জুলুম (তথা গুনাহ) আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্বাচিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।”- তাফসীরে বাগাবী ৩/৬৯৬

প্রিয় ভাই! *আপনি গুনাহ করেছেন- তথাপি আপনি আল্লাহর নির্বাচিত। কিতাবের জন্য। দ্বীনের জন্য। শরীয়তের জন্য। আপনি নিজেকে দমাতে পারেন না, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচতে পারেন না- তথাপি আপনি আল্লাহর নির্বাচিত। কিতাবের জন্য। দ্বীনের জন্য। শরীয়তের জন্য। আপনি কাফেরের আতঙ্ক। নাস্তিকের যম। দ্বীনদ্রোহিদের ঘুম হারামকারী। শান্তি বিনষ্টকারী। আপনার রব আপনাকে এ কাজের জন্যই নির্বাচন করেছেন।*

প্রিয় ভাই! মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের কথা আগে বলেছেন- **'তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ ...।'** কেন? তাদের কথাটা আগে বললেন কেন? মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের আগে উল্লেখ করেছেন- যেন তারা হতাশ না হয়। নিরাশ না হয়। যেন মনে না করে যে, এ মহান কিতাবের সুমহান দায়িত্বের আমি উপযুক্ত নই। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের আগে উল্লেখ করেছেন। নেককার ও বিশিষ্টজনদের পরে উল্লেখ করেছেন। তাদের মর্যাদা বেশি হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের নুসরতে সকলেই সমান অংশীদার। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে সকলেই সমান। সকলে এক। এক দেহের ন্যায়। যেন সীসাঢালা প্রাচীর।

প্রিয় ভাই! হতাশ হবেন না। ফিরে আসুন। আপনার মর্যাদার আসনে ফিরে আসুন। আপনি আপনার রবের প্রিয় পাত্র। পছন্দীয়। নির্বাচিত। হতাশ হবেন না।

আপনার রবের দুশমনরা আপনাকে বুঝিয়েছে, এ কিতাবের সাথে আপনার সম্পর্ক নেই। আপনাকে দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকতে শিখিয়েছে। ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে শিখিয়েছে। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াটাকেই আপনার জিন্দেগীর সর্বস্ব দেখিয়েছে। তারা আপনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আপনারও একজন রব আছেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন। আপনার জন্য তিনি অফুরন্ত নেয়ামত রেখেছেন। যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি। কোন কান কোন দিন শোনেনি। কোন অন্তর কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি। ভুলিয়ে দিয়েছে, আপনি আপনার রবের পছন্দের পাত্র। নির্বাচিত সৈনিক। তার অবাধ্যদের বুকে বিদ্ধ তীর আর ধারালো খঞ্জর। ঝাঁঝরাকারী বুলেট। গলার কাঁটা। পথের কণ্টক। ঘুম হারামকারী। প্রাণসংহারি।

ওহে ভাই! ফিরে আসুন। সব হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। আপনার রবের দরবারে হাত তুলুন- ওহে পরওয়ারদেগার! আমি বুঝতে পারিনি। তুমি যে আমাকে ভালবাস। এত ভালবাস। আমি জানতে পারিনি। আমি যে তোমার দ্বীনের সৈনিক, তোমার কিতাবের রক্ষক, তোমার নির্বাচিত, তোমার মনোনীত- আমি জানতে পারিনি। ওহে আমার রব! আমাকে মাফ কর। আমাকে কবূল কর। তোমার দ্বীনের জন্য। তোমার কালামের জন্য। তোমার মহান কিতাবের জন্য। তোমার শরীয়তের জন্য।

❁❁❁

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, ‘হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।”- যুমার ৫৩

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৮৪০

*****